জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট-এ

সাধারণভাবে যে সকল উত্তম চর্চা করা হয় তা নিম্নরূপ:

- জমি অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ জনগণ এর দৌরগোড়ায় পৌছানো হয়
- কর্মকর্তা -কর্মচারীদের ভাল কাজকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতি মাসিক স্টাফ সভায় সেরা কর্মকর্তা এবংকর্মচারী নির্বাচন করা হয় এবং তাদেরকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়
- সকল অবসরপ্রাপ্ত এবং পি,আর,এল, এ থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেজিস্টার রাখা হয় এবং তাদের যেকোন কাজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হয়
- মিটিং এবং রিপোর্ট এর তালিকা প্রণয়ন, যথাসময়ে প্রেরণ
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উৎসাহিত করণ
- মিডিয়ার সাথে বৈঠক
- সকল জাতীয় দিবস যথাযথভাবে পালন ও উদযাপন
- মেধার মূল্যায়ন:
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জিরো টলারেন্স এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসন এর নৈতিক স্বচ্ছতা আনয়ন করা হয়
- বুক রিভিউ, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, বিশেষ স্টাফ সভার উদ্যোগ গ্রহণ
- প্রটোকল ও সদাচরণ এবং নান্দনিকতার মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সেবা সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরী হয়, বহি:বির্শ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়
- উঠান বৈঠক করা হয়
- কর্মচারীদেরকে নিয়মিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়

উত্তম চর্চা	উত্তম চর্চার বর্ণণা
১. জমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা	উন্নয়ন কাজে অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে জেলা প্রশাসন এর পক্ষ থেকে সকল ধরনের রেজিস্ট্রারসহ জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি অধিগ্রহণকৃত জমিতে সরেজমিনে গিয়ে জমির মালিকদের শুনানি গ্রহণ করেন এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ জমির মালিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রদান করেন এর মাধ্যমে সরকারের ঘরে ঘরে সেবা পৌছানোর গৃহিত উদ্যোগ জেলা প্রশাসন নিবিড়ভাবে বাস্তবায়নকরে যাচ্ছে।
২. কর্মকর্ত কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান	কর্মকর্ত কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতি ও কর্মস্পৃহা আরো বাড়াতে প্রতি মাসিকস্টাফ সভায় একজন সেরা কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত সদস্যকে সার্টিফিকেট ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে যাতে কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. পিআরএল রেজিস্টার হালনাগাদ করণ	সকল অবসরপ্রাপ্ত এবং পিআরএল এ থাকা কর্মকর্তা কর্মচারীদের রেজিস্ট্রার রাখা হয় এবং তাঁদের যে কোন কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয় ফলে পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২-৩ বছর পরেও যাহারা পিআরএল এ যাবেন তাদের তথ্যাদি রেজিস্ট্রারে আপডেট করা হয়। পিআরএল এ গমণকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসিক স্টাফ সভায় ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়ে থাকে।
৪. মিটিং ও রিপোর্ট এর তালিকা প্রনয়ন ও যথাসময়ে প্রেরণ	প্রতি শাখা থেকে কি কি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং কোন কোন বিষয়ের উপর মিটিং সম্পাদিত হয় তার তালিকা প্রনয়ন করে এবং কোন তারিখে কোন রির্পোট কোথায় পাঠানো তা দর্শনীয় স্থানে উপস্থাপন করা হয়।যাতে করে কাজগুলো যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুবিধা হয়েছে।

৫. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এ অংশগ্রহণ	সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জেলা প্রশাসন অংশগ্রহণ করে এবং অন্যান্য প্রতিষ্টান ও জনগণকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।
৬. মিডিয়ার সাথে বৈঠক	মিডিয়ার সাথে জেলা প্রশাসন বিভিন্ন জন গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করে থাকে ফলে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে কাজ সম্পাদিত হয় ফলে এলাকার উন্নতি সাধিত হচ্ছে।
৭. জাতীয় দিবস যথাযথ ভাবে পালন ও উদযাপন	সকল জাতীয় দিবস জেলা প্রশাসন যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন ও উদযাপন করে।
৮. মেধার মূল্যায়ন	জেলা প্রশাসন এলাকার দরিদ্র মেধাবীদের পড়াশুনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য নিজস্ব উদ্যোগে তাদের পড়াশুনার দায়িত্বভার বহন করে থাকে। মেধার বিকাশের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন বই মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।
৯. কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষন আয়োজন	কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বুক রিভিউ, বিভিন্ন আইন, বিধি, পরিপত্র ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ও বিশেষ স্টাফ সভার আয়োজন করা হয় যাতে করে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং কাজের মান উন্নত হয়।
১০. নৈতিক স্বচ্ছতা আনায়ন	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জিরো টলারেন্স এর মাধ্যমে কাজে নৈতিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটিভেশন দেওয়া হয়।
১১. প্রটোকল, সদাচরণ ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি	প্রটোকল, সদাচরণ এবং নান্দনিকতার মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সেবা সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। বহির্বিশ্ব থেকে আগত অতিথিদের যথাযথ নিরাপত্তা ও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই এলাকার পর্যটন শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য জেলা প্রশাসন নিজস্ব অফিসারের মাধ্যমে আগত অতিথিদের কে এলাকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সম্পর্কে তথ্যাদি বাংলা ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর মাধ্যমে জানানো হয় যাতে করে তারা সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এর ফলে বাগেরহাট জেলার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে আরো উজ্জ্বলতর হয়।
১২. উঠান বৈঠক	এলাকার উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসন নিয়মিত উঠান বৈঠকের ব্যাবস্থা করে থাকে এর মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণ কে নিশ্চিত করা হয়।
১৩. কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	জেলা প্রশাসন নিজ উদ্যোগে কর্মচারীদের নিয়মিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কাজ দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয়। ই-নথির কার্যক্রম সুচারু রুপে সম্পাদন করা যায়।